পৃ ২৪

তারিখ ... 24 APR 1995 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬ ...

দৈনিক জনকণ্ঠ

নেপথ্য কাহিনী

যশোর বোর্ডে এবারের রেজিস্ট্রেশন কেলেঙ্কারি যেভাবে ঘটলো—

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

বিষয়টি ছিল ওপেন সিক্রেট। ১৯৯৪ সালের প্রথম দিকেই যশোর শিক্ষা বোর্ডের সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই সংবাদ পৌঁছেছিল টাকা হলে রেজিস্ট্রেশন মিলবে। তা সে ছাত্রই হোক কিংবা অছাত্র হোক না কেন। তারা নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসাবে পরীক্ষা দিতে পারবে যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীন ১৯৯৫ সালের এসএসসি পরীক্ষায়। ফলে আজ যখন যশোর শিক্ষা বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন কেলেংকারির ঘটনা নিয়ে তোলপাড় হচ্ছে, শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য কর্মকর্তা বলছেন, আমরা কিছুই জানি না, তখন অনেকের কাছে তা বিশ্বাস

(শেষ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

যশোর বোর্ডে এবারের

করা কষ্টকর। (প্রথম পাতার পর)

এবার ছিল নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক প্রশ্নমালার ভিত্তিতে পরীক্ষা দেয়ার শেষ সুযোগ। এ ধরনের প্রশ্নমালার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত। আর সে সুযোগ গ্রহণ করে শিক্ষা বোর্ডের দুর্নীতি পরায়ণ একটি গোষ্ঠী। তারা বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করে। এগিয়ে আসেন কিছু শিক্ষকও। শিক্ষকরা দায়িত্ব নেন ছাত্র-ছাত্রী সংগ্রহে। অষ্টম, নবম শ্রেণীতে পড়ুয়া অনেক ছাত্রছাত্রী লোভনীয় প্রস্তাব গ্রহণ করে। দ্রুত এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে নিজের সন্তান- এই স্বপ্নের কাছে হার মানে অভিভাবকরাও। সর্বনিম্ন চার থেকে সর্বোচ্চ আট হাজার টাকা শিক্ষকদের মাধ্যমে দুর্নীতি পরায়ণ গোষ্ঠীর হাতে পৌঁছায় একেকজন ছাত্র-ছাত্রীর তরফে। তাদের দেয়া হয় ভুয়া রেজিস্ট্রেশন নম্বর।

এর পাশাপাশি আরও একটি ঘটনা ঘটে। ভুয়া রেজিস্ট্রেশন প্রদানে সহায়ক ভূমিকা রাখে ঘটনাটি। ১৯৯৪ সালের মার্চ থেকে চলতি বছরের জানুয়ারি পর্যন্ত শিক্ষা বোর্ড ১শ' ২৪টি মাধ্যমিক স্কুলের স্বীকৃতি দেয়। বিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিটি এবং শিক্ষা বোর্ড কমিটির অনুমোদন নেয়া হয়নি অধিকাংশ ক্ষেত্রে। এমন কি স্কুল পরিদর্শক অনেক বিদ্যালয় পরিদর্শন না করেই পরিদর্শন রিপোর্ট জমা দেন। এবার রেজিস্ট্রেশন যাচাই কালে দেখা যায় ওই বিদ্যালয়গুলো থেকে প্রায় ১৪ হাজার পরীক্ষার্থী পরীক্ষার আবেদন করেছে। এমন তথ্যও প্রকাশ পায় যে, একেকটি বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ বা সপ্তম শ্রেণীতে যত সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী আছে তার তুলনায় অনেক বেশি ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে, যেখানে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পৌঁছাতে এদেশে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর ড্রপ আউট ঘটে, সেখানে দশম শ্রেণীতে পড়ুয়াদের সংখ্যা বেশি হলো কি করে? শুধু তাই নয়, যশোর শিক্ষাবোর্ডের অধীন এবার যারা এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের রেজিস্ট্রেশন প্রদান শেষ হয়েছে ১৯৯৩ সালের জুন মাসে। এ অবস্থায় সদ্য স্বীকৃতি পাওয়া বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা রেজিস্ট্রেশন পেল কিভাবে?

যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীন ১৬টি জেলার জন্য রেজিস্ট্রেশন নম্বর নির্ধারিত থাকে। যেমন ধরা যাক যশোরের জন্য এক থেকে বিশ হাজার পর্যন্ত। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যত সংখ্যক পরীক্ষার্থী হতে পারে রেজিস্ট্রেশন নম্বর ধার্য থাকে তার অনেক বেশি। প্রকৃত পরীক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন নম্বর বরাদ্দের পর শূন্য থাকা নম্বরগুলোই দুর্নীতি পরায়ণরা ভুয়া পরীক্ষার্থীদের প্রদান করে। এই দুর্নীতি এত খোলামেলা ছিল যে শিক্ষা বোর্ডের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও এর বিরোধিতা করেন। অনেকটা তাদের চাপের মুখে শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান নামকা ওয়াস্তে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন গত ফেব্রুয়ারি মাসে। কমিটিতে এমন ক'জন কর্মকর্তাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যারা নিজেরাই রেজিস্ট্রেশন কেলেঙ্কারিতে যুক্ত অভিযোগ রয়েছে। ফলে তদন্ত কমিটির কাজ আর এগোয় না। যদিও দুর্নীতির সাথে জড়িতদের পরিচয় বের করা খুব সহজ ব্যাপার ছিল। পরে বিভিন্ন জাতীয় পত্র-পত্রিকায় ধারাবাহিক সংবাদ প্রকাশ হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক যুগ্ম সচিবকে তদন্তে পাঠান। সর্বশেষ খবর হলো শিক্ষা বোর্ডের ১৬ কর্মচারী এবং ২৬টি স্কুলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন কেলেঙ্কারিতে যুক্ত থাকার দরুন। মন্ত্রণালয় এই ব্যবস্থা নিলেও শিক্ষা বোর্ড কিন্তু ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিলের ২০ তারিখে পরীক্ষা শুরু হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেয়নি। প্রায় ৪০ হাজার ভুয়া পরীক্ষার্থী থাকলেও বাতিল হয়েছে মাত্র ১৫ হাজার পরীক্ষার্থীর পরীক্ষার আবেদন।

১৬ কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার সিদ্ধান্তে প্রতিক্রিয়াও হয়েছে। বোর্ড কর্মচারীরা বলছেন, এই ঘটনার সাথে ক'জন কর্মকর্তাও যুক্ত। তাছাড়া দায়িত্বে অবহেলা অর্থাৎ দুর্নীতির ঘটনা প্রকাশ্যে ঘটলেও উর্ধতন কর্মকর্তারা তা নীরবে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁরা আরও বলছেন- কোটি কোটি টাকার এই কেলেঙ্কারির সাথে যাঁরা যুক্ত তাঁরা এক বছরেই গাড়ি বাড়ি তৈরি করেছেন। দুর্নীতি দমন বিভাগের মাধ্যমে তদন্ত করে তাদের সম্পত্তির হিসাব গ্রহণেরও দাবি উঠেছে। শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য পদস্থ কর্মকর্তা অবশ্য বলছেন, আমরা দুর্নীতির সাথে যুক্ত নই। বরং যারা দুর্নীতি করেছে তাদের বিরুদ্ধে আমরা কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার পক্ষে।